মেহেরপুরে এইচএসসির ফলাফলে বিপর্যয়

চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় হতাশাজনক চিত্র দেখা গেছে। জেলার ১৮টি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৩ হাজার ৫৯২ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১ হাজার ৪৫৭ জন। সে হিসাবে জেলায় গড় পাসের হার ৪০ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এ বছর জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২ জন শিক্ষার্থী।

জেলার ফলাফলে সবচেয়ে ভালো করেছে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। অন্যদিকে, মড়কা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া দুই শিক্ষার্থীর কেউই পাস করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার শূন্য শতাংশ।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফলে পাসের হারে জেলার শীর্ষে রয়েছে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন জিপিএ-৫সহ মোট ৮৫ জন পাস করেছে। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অন্যদিকে, জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যায় এগিয়ে রয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

জেলার কলেজভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ৭৪৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২০ জন জিপিএ-৫সহ ৪৩৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৭ দশমিক ৯৭ শতাংশ। মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ থেকে ৬০ জনের মধ্যে একজন জিপিএ-৫সহ ৩৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৫ শতাংশ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ৫১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২৪০ জন। পাসের হার ৪৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গাংনী মহিলা কলেজ থেকে ২৮৩ জনের মধ্যে ১২৯ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারজন জিপিএ-৫সহ ৩৭ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪০ দশমিক ২২ শতাংশ। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে ৪০৫ জনের মধ্যে একজন জিপিএ-৫সহ ১৫০ জন পাস করেছে। পাসের হার ৩৭ দশমিক ০৪ শতাংশ।

হতাশার মধ্যে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চ পাসের হার এবং মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সাফল্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

গাংনীতে শেয়ালের কামড়ে আহত ১১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা ও মাইমারি গ্রামে শেয়ালের কামড়ে অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার (৩১ অক্টোবর) বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পৃথক এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলের দিকে মাঠের মধ্য থেকে একটি শেয়াল লোকালয়ে প্রবেশ করে। এ সময় সামনে যাঁদের পেয়েছে, তাঁদের একের পর এক কামড়ে আহত করে শেয়ালটি।

পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. সোহেল রানা জানান, শেয়ালের কামড়ে আহত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।

এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

কুষ্টিয়া সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভারতীয় মদ, ইয়াবা,

স্বর্ণের আংটিসহ বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার; আটক ০১

সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ রংমহল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ভারতীয় মদ, ইয়াবা, স্বর্ণের আংটিসহ বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার এবং একজন ব্যক্তিকে আটক করেছে বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত সাড়ে ৯টায় খাসমহল নামক স্থানে একটি চৌকস বিজিবি টহল দল অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় মোঃ রুবেল হোসেন (পিতাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, গ্রামঃ শেওড়াতলা, ডাকঘরঃ করমদি, থানাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর)-কে ভারতীয় ০১ বোতল মদ, ১০ পিস ইয়াবা, ০১টি স্বর্ণের আংটি, ০১টি এয়ারপড, ০২টি সিম কার্ড ও ০১টি মোবাইল ফোনসহ আটক করা হয়। আটককৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য ৭৮,৪২০ (আটাত্তর হাজার চারশত বিশ) টাকা।

আটকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য মালামাল মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্য পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি সীমান্ত নজরদারি ও গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করেছে।

সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি দৃঢ়ভাবে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। সীমান্ত সুরক্ষা বজায় রাখা এবং মাদক ও চোরাচালানমুক্ত সীমান্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে অভিযান চালিয়ে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে বীজের প্যাকেটে উৎপাদন, মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ, মূল্য ও পরিপূর্ণ ঠিকানা না থাকায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারায় মো: মতিউল ইসলামের মেসার্স মনিরুল ট্রেডার্সকে ৫ হাজার এবং বিক্রয়ের উদ্দ্যেশে বাসি গ্রীল সংরক্ষণ এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন ও সংরক্ষণ করায় হানিফ হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টকে ১০ হাজারসহ ১৫ হাজার জরিমানা আদায় করা হয়।

এসময় হানিফ হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টকে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা ভারপ্রাপ্ত বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা মো: আলমগীর হোসেন ও গাংনী উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো: মসিউর রহমান এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশেরর একটা টীম।

এসএসসি বৃত্তিতে মেহেরপুরে সেরা সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যশোর শিক্ষা বোর্ডের বৃত্তির ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মেহেরপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে গাংনীর সন্ধানী স্কুল

জন এবং মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৪ জন শিক্ষার্থী সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

সার্বিক ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ শীর্ষে রয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় এগিয়ে রয়েছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের বৃত্তির ফলাফলে মেহেরপুর জেলা দশম স্থানে থাকায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে কিছুটা হতাশা দেখা দিয়েছে। তবে আগামীতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে বোর্ডের মেধাতালিকায় জেলার অবস্থান উন্নত হবে বলে প্রত্যাশা করছেন তাঁরা।

বৃত্তির ফলাফল সম্পর্কে সন্ধানী সংস্থা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর বলেন, “আমাদের সংস্থার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা, যাতে তারা নিজেদের যোগ্য করে সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। আমরা চাই, তারা নিজেদের দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণেও ভূমিকা রাখুক।”

গাংনীতে মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নারীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের চকপাড়ায় বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আলিফা খাতুন
(৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২৫ অক্টোবর) বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলিফা খাতুন ওই গ্রামের চকপাড়ার ইন্তাদুল হকের স্ত্রী।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার সকালে কম্বল ধোয়ার জন্য বাড়ির টিউবওয়েলের কাছে যান আলিফা খাতুন। এ সময় বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তাঁর দুই হাতেও পোড়া ক্ষত সৃষ্টি হয়।

আলিফা খাতুনের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার বাদ আসর মাইলমারী জান্নাতুল মাওয়ায় জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফনের কথা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অবগত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পাঠানো হবে বলেও জানা গেছে।

গাংনীতে ৭ কেজি গাঁজাসহ মাদক কারবারি আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৭ কেজি গাঁজাসহ হাসিবুল ইসলাম (৪৬) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন-এসআরবি-১২।

শনিবার (২৪ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলার নওপাড়া ক্লাব পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক হাসিবুল ইসলাম গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের ক্লাব পাড়ার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।

এসআরবি-১২ গাংনীস্থ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার কর্তৃক প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের নওপাড়া ক্লাবের কাছে

গাঁজা নিয়ে এক ব্যক্তি অবস্থান করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় হাসিবুল ইসলাম আটক করে তার কাছ থেকে ৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজাসহ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(খ) ধারায় মামলা দায়ের পুর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে ফের সোলার প্যানেলে হামলা, ক্ষতিগ্রস্ত মালিক-চাষি

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষক ও সেচপাম্প মালিক মো. একতারুল ইসলামের সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট ভেঙে চুরমার করার পাশাপাশি বাকি প্লেটগুলোর সব তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

এতে সেচ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সেচপাম্পের আওতাধীন জমির চাষিরা। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

গত সোমবার রাতের কোনো একসময় উপজেলার রামনগর ও বালিয়াঘাট মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কৃষকেরা জানান, এখন ধানের ভরা মৌসুম। মাঠজুড়ে ধান রয়েছে, আর এ সময়ে জমিতে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানে চিটা ধরতে পারে এবং ফলন অনেক কমে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সোলার প্যানেলের প্লেট ভাঙচুর ও তার কেটে দেওয়ার ঘটনায় সেচপাম্পের মালিকের পাশাপাশি চাষিরাও ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সোলার প্যানেলের মালিক ও সেচপাম্পচাষি মো. একতারুল ইসলাম বলেন, গত বছর তিনি সেচপাম্প ও সোলার প্যানেল স্থাপন করেন।

পাম্প স্থাপনে তাঁর খরচ হয়েছে ১১ লাখ টাকা এবং সোলার প্যানেল বসাতে খরচ হয়েছে ছয় লাখ টাকার বেশি। সকালে মাঠে এসে দেখেন, তিনটি প্যানেলের প্লেট ভেঙে চুরমার করা হয়েছে এবং বাকি প্লেটগুলোর সব তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, “এতে আমার কত টাকা খরচ হবে, তা-ও জানি না। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে ওঠা আমার জন্য কঠিন। এখন সোলার প্যানেলগুলো মেরামত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

একতারুল ইসলাম আরও বলেন, তাঁর সেচপাম্পের আওতায় প্রায় ২০ বিঘা জমি রয়েছে। এসব জমিতে ধান, কলাই, পেঁয়াজ, সবজিসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়েছে। এখন এসব জমিতে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেচ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তাঁর কাছে প্যানেলগুলো মেরামতের মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই।

তিনি বলেন, “কৃষি অফিস সহযোগিতা করলে হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে পারব। তা না হলে সোলার প্যানেলগুলো মেরামত করা সম্ভব হবে না। প্রতিটি সোলার প্যানেলের প্লেটের দাম ২০ হাজার টাকা, এর সঙ্গে অন্যান্য খরচ তো আছেই। অনেক কষ্টে ধারদেনা করে পাম্প ও সোলার প্যানেল বসিয়েছি। যারা আমার এত বড় ক্ষতি করেছে, তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।”

ধানচাষি মো. শান্ত ইসলাম বলেন, এখন ধানে সেচ দিতে না পারলে ধান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি চিটা ধরতে পারে। এতে ফলন কমে যাবে। মাঠে অন্যান্য ফসলও রয়েছে, সেচের অভাবে সেগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কৃষি বিভাগ সহযোগিতা করলে সেচপাম্পের মালিক কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

আরেক চাষি মো. জিনারুল ইসলাম বলেন, সকালে মাঠে এসে তিনি তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। বাকি প্লেটগুলোর তারও কেটে দেওয়া হয়েছে। এতে সেচ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। দ্রুত সোলার প্যানেল মেরামত করা না হলে চাষিরা চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ অন্যান্য ফসলের ফলন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “আমরা বিষয়টি জেনেছি। খোঁজখবর নিচ্ছি। এ

ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।”

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ বিষয়ে লিখিত আবেদন পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হবে। সেচপাম্প মালিকের ক্ষতিগ্রস্ত সোলার প্যানেলের বিষয়ে কোনো সহযোগিতা করা যায় কি না, তা-ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। তিনি বলেন, “আমরা সব সময় চাষিদের পাশে আছি। এ ধরনের ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখজনক।”

উল্লেখ্য, গত ১৩ অক্টোবর রাতে গাংনী উপজেলার ভবানীপুর মাঠ থেকে কৃষক মো. কামাল উদ্দিনের তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট চুরির ঘটনা ঘটে। এর তিন মাস আগেও একই স্থান থেকে তাঁর আরও তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট চুরি হয়েছিল। বারবার এমন ঘটনায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় কৃষকেরা।

গাংনীর কসবায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবায় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্যাম্পে শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কসবা পুরাতন বাজারে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার বিভিন্ন বয়সী মানুষ চক্ষু পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। বিনামূল্যে এ সেবা পেয়ে উপকৃত হন স্থানীয় রোগীরা।

আয়োজক সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ বলেন, “মানুষের সেবা করা এবং অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। অনেক মানুষ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিতে পারেন না। তাঁদের কথা বিবেচনা করেই আমাদের এ উদ্যোগ।

ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।”

তিনি আরও বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এলাকার মানুষের পাশে থাকতে চায় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থা। মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসা নিয়ে সংস্থাটি ভবিষ্যতেও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

এ সময় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ, সদস্য আশিক, রাশেদ, শিমুল ও সোহেলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর দুই সীমান্তে ১২ লাখ টাকার ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দুটি সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১২ লাখ ২৭ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

মঙ্গলবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজিবি জানায়, মঙ্গলবার ভোরে রংমহল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার খাসমহলে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ১৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও ৩ হাজার পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা এসব মাদকদ্রব্যের আনুমানিক সিজার মূল্য ৯ লাখ ৬ হাজার ৪০০ টাকা।

অন্যদিকে, ধলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ধলার মাঠে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বিজিবির আরেকটি টহল দল। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ৪৮০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট ও ৫২০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট

উদ্ধার করা হয়। এসব মাদকদ্রব্যের আনুমানিক সিজার মূল্য ৩ লাখ ২১ হাজার টাকা।

বিজিবি আরও জানায়, উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।